



কথ ৭২১১২১৬

সুন্দরন নির্ভরশীল জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন, ঝুঁকিপূর্ণ ওয়াপদা ভেঁড়ীবোধ রক্ষা ও প্রাকৃতিক দুর্ঘোণ ঝুঁকি হ্রাসকল্পে প্রতিষ্ঠান কন্যায়নের নিমিত্তে উপকূলীয় পরিবেশ সংরক্ষণ কেন্দ্র (সিসিইসি) এবং রাখাকুঞ্চ মন্দির এর মাধ্যমে স্বাক্ষরিত সমঝোতা স্মারক (MoU)।

- ৪ পক্ষ সমূহঃ -

প্রথম পক্ষঃ

উপকূলীয় পরিবেশ সংরক্ষণ কেন্দ্র (সিসিইসি)

তত্বনীর মহল, বাসা নং- ৯৩, রোড নং-০২, সোনাভাঙ্গা আ/এ, ফুলনা-৯০০০ এর পক্ষে পরিচালক, জনাব মওদুদুর রহমান, পিতা- মোঃ হাবিবুর রহমান, বাড়ী নং-৯৩, রোড নং-০২, সোনাভাঙ্গা আ/এ, ফুলনা-৯০০০

দ্বিতীয় পক্ষঃ

রাখাকুঞ্চ মন্দির, গ্রাম-মথুরাপুর, ডাক-হরিনগর শ্যামনগর, সাতক্ষীরা-এর পক্ষে সভাপতি, চিত্তরঞ্জন মল্লিক, পিতা-প্রভুচন্দ্র মল্লিক, গ্রাম-মথুরাপুর, ডাকঘর-হরিনগর, শ্যামনগর, সাতক্ষীরা।

- ৪ সমঝোতা স্মারকঃ -

যেহেতু প্রথম পক্ষ উপকূলীয় পরিবেশ সংরক্ষণ কেন্দ্র (সিসিইসি) আন্তর্জাতিক দাতা সংস্থা IUCN-MFF এর সহযোগিতায় সুন্দরন সংলগ্ন শ্যামনগর এলাকায় সুন্দরন নির্ভরশীল জনগোষ্ঠীর দরিদ্র বিমোচন, জীবনমান উন্নয়ন, ভেঁড়ীবোধ রক্ষা, প্রাকৃতিক দুর্ঘোণ ঝুঁকি হ্রাসে বসতবাড়ীর আঙ্গিনা, ধর্মীয় ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এবং ওয়াপদা ভেঁড়ীবোধে কন্যায়নের এক মহতী উদ্যোগ গ্রহণ করিয়াছেন এবং দ্বিতীয় পক্ষ রাখাকুঞ্চ মন্দিরের সদস্যবৃন্দ এবং মথুরাপুর জেলা পান্ডার হতদরিদ্র, সুন্দরন নির্ভরশীল পেশাজীবীদের বসতভিটার নারকেল বৃক্ষ রোপনের জায়গা না থাকায় এবং ভাঙ্গন কবলিত এলাকায় বসবাস করায় জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব থেকে বসতবাড়ীর ক্ষয়-ক্ষতি কমানো, প্রাকৃতিক দুর্ঘোণ ঝুঁকি হ্রাস, ওয়াপদা ভেঁড়ীবোধ রক্ষা ও দরিদ্র জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়নকল্পে আমরা উভয় পক্ষ অন্য ইংরেজী ২৩ সেপ্টেম্বর ২০১৩ ইং তারিখ রোজ সোমবার নিম্ন স্বাক্ষরিত সমঝোতা স্মারক বিষয়ের মর্ম অবগত হইয়া নিম্নে বর্ণিত শর্তে সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর করিলাম।

- ৪ সমঝোতা স্মারকের শর্তাবলীঃ -

- ১। প্রথম পক্ষ উপকূলীয় পরিবেশ সংরক্ষণ কেন্দ্র (সিসিইসি) সুন্দরন নির্ভরশীল জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন, প্রাকৃতিক দুর্ঘোণ ঝুঁকি হ্রাসকল্পে প্রতিষ্ঠান কন্যায়নের মাধ্যমে রাখাকুঞ্চ মন্দিরের সঙ্গে সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরপূর্বক মন্দির ও তার সঙ্গে সম্পৃক্ত জনগোষ্ঠীকে নারকেল বৃক্ষরোপন, পরিচর্যা ও রক্ষণাবেক্ষণ এবং অংশীদারিত্ব নিশ্চিতকরণের জন্য সুসংগঠিত হিসাবে সম্পৃক্ত করিবে। তবে শর্ত থাকে যে, মন্দিরের অভ্যন্তরে রোপিত বৃক্ষের অন্তর্গতে সুসংগঠিত নির্ধারণ করা হইবে।
- ২। প্রথম পক্ষ উপকারভোগী না হইলেও মন্দির কমিটির সদস্যবৃন্দ ও মথুরাপুর জেলা পরিবারের সদস্যবৃন্দকে সম্পৃক্ত করে কন্যায়ন কার্যক্রম বাস্তবায়ন করিবে। উপকারভোগী না হইলেও সদস্যবৃন্দ প্রথমে মন্দিরের জেলা পরিবারের সদস্যবৃন্দকে সম্পৃক্ত করে কন্যায়ন স্থানীয় স্থানীয় পর্যায়ভুক্ত কিংবা নতুন বাড়ি-বাড়ির মধ্য হইতে মনোনীত করা যাইবে। তবে প্রয়োজনবোধে ভেঁড়ীবোধ পার্শ্বর্তী কন্যায়নকারী জনগোষ্ঠীকে ও উপকারভোগী না হইলেও মন্দির কমিটির সদস্যবৃন্দ প্রথমে মনোনীত করা যাইবে।
- ৩। মন্দিরের উন্নয়ন ও সংস্কারের স্বার্থে রোপিত বৃক্ষ অপসারণের প্রয়োজন হইলে দ্বিতীয় পক্ষ প্রথম পক্ষকে উপযুক্ত সময় প্রদান পূর্বক লিখিতভাবে অবহিত করিবে এবং প্রথম পক্ষ উপকারভোগী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করিবে।



- ৪। প্রথম পক্ষ দ্বারা নিয়োজিত কোন ব্যক্তি বা মূল বন্দারন কার্যক্রমের সুবিধার্থে মন্দির আঙ্গিনায় কোন প্রকার খরবাড়ী, ছাটনি বা অবকাঠামো তৈরী করিতে পারিবে না।
- ৫। প্রথম পক্ষ বা তাহার দ্বারা আইনানুসৃতভাবে নিয়োজিত কোন ব্যক্তি বা সংগঠন মন্দির বা মন্দিরের অন্যান্য অবকাঠামো ক্ষতি সাধিত হইতে পারে এমন কোন কার্যক্রম করিতে পারিবে না।
- ৬। উৎপাদিত মুক্ত বা কসলের বিক্রয় ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব প্রথম পক্ষের প্রতিনিধির উপস্থিতিতে দ্বিতীয় পক্ষের উপর ন্যাস্ত থাকিবে। বিক্রয়লাভ অর্ধের উপর ভূমির মালিক হিসাবে দ্বিতীয় পক্ষের অংশীদারিত্বের পরিমাণ হবে ৪০%, মুক্তলাভোপার্জন ৫০% এবং প্রথম পক্ষ তদারকি ও ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম পরিচালনার জন্য অংশীদারিত্বের ১০% ভোগ করিবেন। তবে এই হার উত্তরপক্ষের আলোচনার মাধ্যমে পরিবর্তিত হইলে তহা সকল পক্ষই মানিয়া লইতে বাধ্য থাকিবে।
- ৭। গাছ কাটার প্রয়োজন হইলে বা গাছ মারা গেলো প্রথম পক্ষের অনুমতিক্রমে দ্বিতীয় পক্ষ উপকারভোগীদের দ্বারা মাটি বরোয় কর্তন করাইবে এবং উক্ত স্থান মাটি দ্বারা ঢাকিয়া সেওয়ার ব্যবস্থা করিবে।
- ৮। উত্তরপক্ষের সম্মতিতে প্রয়োজনবোধে সমঝোতা স্মারকে উল্লেখিত যে কোন শর্তের আংশিক বা সম্পূর্ণ পরিবর্তন, পরিবর্তন কিংবা পরিমার্জন এবং নতুন শর্ত সংযোজন করা যাইবে।
- ৯। প্রাথমিকভাবে ১০ (দশ) বরোরের জন্য চুক্তি স্বাক্ষরিত হইবে। পরবর্তীতে উত্তর পক্ষ বাসস্থান অবস্থার ভিত্তিতে আলোচনা করিয়া চুক্তির মেয়াদ বৃদ্ধি করিতে পারিবে।
- ১০। প্রতি তিন বছর পর পর সমঝোতা স্মারক পর্যালোচনার জন্য উত্তরপক্ষ বাধ্যতামূলকভাবে আলোচনার মিলিত হইবে। তবে প্রয়োজনবোধে বিশেষ কোন পরিস্থিতির উদ্ভব হইলে যে কোন সময়ে এক পক্ষ, আস্থানে অপর পক্ষ আলোচনায় মিলিত হইয়া উদ্ভূত পরিস্থিতি মোকাবেলার জন্য সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিবে।
- ১১। সমঝোতা স্মারকের কোন শর্ত ভঙ্গ করা যাইবে না। তবে কোন জটিলতার উদ্ভব হইলে পারস্পরিক আলোচনার ভিত্তিতে উহা নিষ্পত্তি করিতে হইবে।

**প্রথম পক্ষ :**

উপকূলীয় পরিবেশ সংরক্ষণ কেন্দ্র (সিসিইসি)-এর পক্ষে

  
(মওদুদুর রহমান)  
পরিচালক

উপকূলীয় পরিবেশ সংরক্ষণ কেন্দ্র (সিসিইসি)  
সোনাতার, খুলনা।

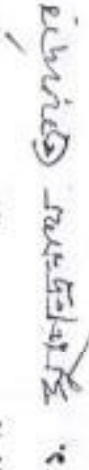
স্বাক্ষরণের স্বাক্ষর :

ক্র. নং

নাম

পদবী / ঠিকানা

স্বাক্ষর

১. 

২. 

৩. 

**দ্বিতীয় পক্ষ :**

রাধাকৃষ্ণ মন্দির-এর পক্ষে

  
(চিক্কাজান মন্দির)  
সভাপতি

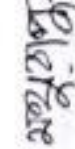
রাধাকৃষ্ণ মন্দির

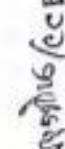
গ্রাম-ময়ুরাপুর, ডাক:-হরিণগর,

পদবী / ঠিকানা

স্বাক্ষর







১৫/০৫/২০১৩ সালে স্বাক্ষরিত



